উৎপাদন কাকে বলে ?

আপনি একটি চেয়ারে বসে পড়াশুনা করেন। প্রকৃতিতে তৈরি অবস্থায় চেয়ারটি পাওয়া যায় না। গাছ কেটে, প্রয়োজনমত চিরে, কাঠমিস্ত্রির সহায়তায় এটি তৈরি করতে হয়েছে। প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত গাছ থেকে সংগৃহীত কাঠের ধরন পরিবর্তন করে চেয়ার উৎপাদন করা হয়। প্রকৃতপক্ষে মানুষ কোন পদার্থ সৃষ্টি করতে পারে না। যদিও সাধারণতঃ উৎপাদন বলতে কোন দ্রব্য সৃষ্টি করা বুঝায়। কিন্তু অর্থনীতিতে উৎপাদন শব্দটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। উৎপাদন বলতে অর্থনীতিতে উপযোগ সৃষ্টি বুঝায়। বস্তুতঃ মানুষ কোন পদার্থ সৃষ্টি করতে পারেনা, ধ্বংসও করতে পারে না। মানুষ শুধু প্রকৃতি প্রদত্ত কোন বস্তু বা পদার্থের রূপান্তর বা আকারগত পরিবর্তন ঘটিয়ে উপযোগ সৃষ্টি বা বৃদ্ধি করতে পারে। অধ্যাপক মার্শাল বলেন,

"এই বস্তুজগতে মানুষ যাহা করিতে পারে তা শুধু এই যে, সে বস্তুকে অধিকতর কার্যোপযোগী করিবার জন্য উহার পুনর্বিন্যাস করিতে পারে কিংবা বস্তুকে এমনভাবে স্থাপন করিতে পারে যাহাতে প্রকৃতি উহাকে অধিকতর কার্যোপযোগী করিয়া তোলে।" যেমন কৃষক বীজ হতে ফসল উৎপাদন করে; তাঁতী তুলা হতে কাপড় উৎপাদন করে। এ সকল দ্রব্যের বেশীরভাগ প্রকৃতির দান। মানুষ নিজের শ্রম, মেধা ও পুঁজি কাজে লাগিয়ে প্রকৃতি প্রদত্ত বস্তুকে অধিকতর উপযোগী করে তোলে। তাই উৎপাদন মানে উপযোগ বা কাম্যতা সৃষ্টি। উপযোগ সৃষ্টি বিভিন্ন ধরনের হতে পরে।
তুলাকে কাঁচামাল

হিসেবে ব্যবহার করে কাপড়ের কল যে রঙিন শাড়ী তৈরি করে তার মূল্য তুলার মূল্যের চেয়ে অনেক বেশি। এভাবে তুলার মূল্যের সাথে শাড়ীর মূল্য সংযোজিত হয়ে অতিরিক্ত মূল্য সৃষ্টি করে। অনুরূপভাবে লোহার টিনের সিট থেকে শিল্প শ্রমিক আলমারি তৈরি করে, কৃষক জমিতে আধুনিক উপকরণ (পানি সেচ ব্যবস্থা, সার, উফসী বীজ ইত্যাদি) ব্যবহার করে অধিক কৃষিপণ্য উৎপন্ন করে, শিক্ষক শিক্ষাদানের মাধ্যমে মানুষকে উন্নত জীবনের পথ নির্দেশ করে। এগুলো সবই উৎপাদনের কাজ।